স্পট : সুন্দরবন

সুন্দরবনে সূর্য উৎসব ও জীব বৈচিত্র্য সমাবেশ

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ থেকে ৩ জানুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সূর্য উৎসব ও জীব বৈচিত্র্য সমাবেশ। উৎসবের আয়োজক ছিল বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন এবং এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অ্যান্টার্কটিকায় প্রথম বাংলাদেশী ইনাম আল হক। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষদের মাঝে অ্যাডভেঞ্চার-প্রকৃতি- বিজ্ঞান বিষয়ক মেধা ও সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহ দেবার জন্য এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বোগদাদিয়া-৯ লঞ্চে চড়ে এ উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, টিভি ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীসহ প্রায় দেড়শ' অভিযাত্রী। এ উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন ২০০০-এর প্রতিবেদক পরাগ আজিম ও ফটোগ্রাফার আনোয়ার মজুমদার

৩১ ডিসেম্বর ২০০১

৫.১৫ : আমাদের লঞ্চ বীরবিক্রমে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবনের প্রশস্ত খাল ধরে। দু'পাশে গোলপাতা ঘেরা সুন্দরবন দেখতে অপূর্ব লাগছে। পশ্চিমদিকে হেলে পড়া ২০০১ সালের শেষ সূর্য মামাকে সবাই প্রাণভরে দেখছে। ক্যামেরা হাতে ফটোগ্রাফারগণ ব্যস্ত সুন্দরবনে এ বছরের শেষ সূর্যাস্তের দুর্লভ দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দি করতে। ছাদের ওপরে আরেকটি ছোট্ট ছাদের মতো আছে। ক্যামেরা হাতে কয়েকজন সেখানেও উঠে গেছেন। সবার চোখ পশ্চিম দিকে। শেষ সূর্যাস্ত বলে কথা। দেখতে দেখতেই সূর্য বনের ভেতরে লুকিয়ে গেলো।

৯.৩০ : লঞ্চের নিচতলায় রাতের খাবার তৈরি। সবাই যার যার খাবার কুপন হাতে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেছেন। লাইনে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং বিদেশী হ্যানস্ এন্ডারসনও রয়েছেন। প্রথমে প্লেটে ভাত দেয়া হয়েছে। ভাতসহ প্লেট হাতে সবাই আবার লাইন ধরেছেন তরকারি, ডালের জন্য। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সুশৃঙ্খল লাইন। একজন মন্তব্য করলেন, এ ধরনের লাইনে ১ ঘন্টা দাঁড়ালেও কোনো সমস্যা নেই।

১২.০১ : চারদিকে এখন শুধু একটি বাক্যই ধ্বনিত হচ্ছে, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'। কয়েকজনকে অন্যের বুকে বুক মেলাতেও দেখা গেল। ট্রলার চারদিকে ঘুরছে এবং এক এক করে মঙ্গল প্রদীপগুলো পানিতে ছাড়া হচ্ছে। আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। একদিকে চাঁদের আলো, অন্যদিকে মঙ্গল প্রদীপ। চারদিকে ঘিরে আছে সুন্দরবন। নববর্ষের প্রথম প্রহরে স্বপ্নময় একটি দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের ভাষায় বলতে গেলে 'ভয়ঙ্কর সুন্দর'।

৮.১৫ : লঞ্চের ছাদে মোটামুটি লোক সমাগম হয়েছে। নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য মাইক্রোফোনের সামনে আমন্ত্রণ জানানো

বিশিষ্ট অভিযাত্রীরা

হলো আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, হ্যানস এন্ডারসন, ইনাম আল হক এবং আরো কয়েকজনকে। সবাই উইশ করলেন নতুন বছরটা যাতে সবাই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারে। একটু পর বড়রা ছোটদের মাথায় উদীয়মান সূর্য অঙ্কিত সূর্যমুকুট পরিয়ে দিলেন। উৎসবের একজন স্বেচ্ছাসেবী তার নিজের বাড়ির পেঁপে নিয়ে এসেছিলেন। বড়রা ছোটদেরকে পেঁপে খাইয়ে দিলেন। ছোটরাও বড়দেরকে একইভাবে পেঁপে খাইয়ে দিল এবং মাথায় সূর্য মুকুট পরিয়ে দিল।

১০.০০ : শুরু হলো সবার জন্য ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা। স্থানটা যেহেতু সুন্দরবন আর দিনটা যেহেতু নববর্ষের প্রথম দিন, সে কারণেই বোধহয় সবাই আঁকতে চেষ্টা করছেন ঘন জঙ্গলের ওপরে সূর্যোদয়ের দৃশ্য। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন মি. এন্ডারসন এতোকিছু বাদ দিয়ে এঁকেছেন একটি অস্ট্রেলিয়ান আপেল। একজন এঁকেছেন কাঁকড়া। আরেকজন কিছু একটা এঁকে নিচে লিখে দিয়েছেন 'এখানে পানের পিক ফেলিবেন না।' পানের পিক ফেললে যে আকার ধারণ করে, সে রকমই কিছু একটা এঁকেছেন চশমা পরিহত এক তরুণ। পাশের একজন মন্তব্য করলেন, 'কাগজ, রঙ, তুলি ফ্রি হলে এ অবস্থাই হয়'।

১২.০০ : ট্রলারে ১৫-২০ জন করে ডিমেরচর এসে নামছেন। প্রথমে এপারে নামা গ্রুপটি হাঁটতে হাঁটতে বহু দূরে চলে গেল। একটি গ্রুপের কয়েকজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন কোনো গাইড ছাড়া জঙ্গলে ঢুকলে পরে বের হতে পারবে কিনা। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জঙ্গলে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলেন এই যুক্তিতে, 'কারো সঙ্গেই তো কোনো গাইড নেই।'

২.০০ : খাকি ড্রেস পরিহিত একজন লোক

খাল পার হওয়ার কসরৎ

একটি গাছের শিকড়ের ওপর বসে আছেন। তার সঙ্গে কথোপকথন—

: আপনার পরিচয়?

: আমার নাম সুধাময় মন্ডল। বাড়ি খুলনার বটিয়াঘাটা। সুপথি বন বিভাগের ফরেস্ট গার্ড পদে চাকরি করি।

: এখানে কি ডিউটিতে এসেছেন?

: আপনারা 'সুপথি'-এর ওপর দিয়ে আসাতে সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার দায়িত্ব পড়েছে আপনাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসার।

এরই মধ্যে লুঙ্গি-শার্ট পরিহিত এক লোক এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি কচিখালি ফরেস্ট অফিসের বন কর্মচারী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। নাম আফসার উদ্দিন। তার সঙ্গে কথোপকথন—

: বাঘ কতবার দেখেছেন?

: অনেকবার। বাঘের খাল পার হওয়া, হরিণ ধরা সবই দেখেছি। তবে এখন বাঘ কমে গেছে। আগে সুন্দরবনে ১০০০ বাঘ ছিল। '৮৮-এর বন্যাতে অনেক বাঘ মারা গেছে। শেষ জরিপে সুন্দরবনে ৪৫০টি বাঘ আছে।

: এখানে তো হরিণও দেখা গেল না—

: হরিণ বেশি আছে কটকাতে। সেখানে হরিণ আপনাদের হাত থেকে খাবার নিয়ে খাবে। বাঘও সেখানে বেশি।

২.৩০ : বনের কাছে সী বিচে বালির ওপর বসে আছেন শাবি'র প্রফেসর ড. ইয়াসমিন হক, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হুসনে জাহান এবং উদয়ন স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষা ডোরা রহমান। তারা নিজেদের মধ্যে সুন্দরবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান। অভিযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি তিনি। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, সুন্দরবনে এটাই তার প্রথম সফর। সুন্দরবনে ট্যুরিস্টে আসার অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে আক্ষেপ করেই বললেন, 'ট্যুরিস্টে এলে ডলার পাওয়া যায়, এটা ঠিক। বিদেশীরা অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ এনেছে। কিন্তু আমরা কি কাজে লাগাতে পেরেছি? ডলারকে আমরা আবার হুন্ডি করে বিদেশে পাঠিয়ে দিই (বিভিন্ন সময়ের সরকারকে উদ্দেশ্যে করে)। তবে পর্যটক এলে একটাই উপকার, তা হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভালো হয়।'

৩.০০ : জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল তার ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি তাঁবুর নিচে শুয়ে আছেন। তাঁবুটি তিনি সঙ্গে করে এনেছেন। আমাদের দেখে তিনি উঠে বসলেন। তাঁবুতে বসেই তার সঙ্গে কথা হলো—

: সুন্দরবনে কি নিজের আগ্রহেই এলেন?

: আমার তো আগ্রহ ছিলই। আয়োজকগণেরও অনুরোধ। দুটোই ম্যাচ করে গিয়েছে। তারা আমাকে অনুরোধ করেছে, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছি।

: সুন্দরবন কেমন দেখলেন?

: খুব সুন্দর। আমি সুন্দরবনে আগে কখনো আসিনি। কাজেই এটা আমার জন্য একটা অভিজ্ঞতা।

: বনের ভেতরে কি ঢুকতে চেষ্টা করেছেন?

ফানুস উড়ানোর চেষ্টা

: আমি কয়েক দিক দিয়েই ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু জঙ্গল দুর্ভেদ্য। তবে এটা ঠিক যে বন আর জঙ্গলতো চিড়িয়াখানা না। এখানে বাঘ বা বন্যপ্রাণী তো সাজানো থাকে না। এরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। ভেতরে ঢুকলে যে এদের দেখতে পাব এমন তো কোনো গ্যারান্টি নেই। আসলে জঙ্গল তো এরকমই হবে। হেঁটে একটুও যখন ভেতরে যাওয়া যায় না, তখন মনে হয় এটা আসলে আমাদের জন্যে না। ওদের জন্যেই। আমরা তো এখানে বাইরের মানুষ। ওদেরকে ডিস্টার্ব করা তো আমাদের ঠিক না। আমরা এসেছি, সুন্দর জায়গাটা চারপাশ থেকে দেখলেই ভালো লাগবে।

৭.০০ : লঞ্চের ছাদে কয়েকজন উপজাতি ছেলে ফানুস উড়াতে চেষ্টা করছে। প্রচন্ড বাতাস। প্রথমটিতে উড়ানোর আগেই আগুন ধরে গেছে। পরেরটি ভালোভাবেই ওপরে উঠেছে। এর পরের দু'টিতেও একটু ওপরে ওঠার পর আগুন ধরে গেছে। প্রচন্ড বাতাসের কারণে আজকের মতো ফানুস ওড়ানো স্থগিত করতে হলো। ফানুস কারিগরগণ জানালেন, বাকি ফানুসগুলো কাল ওড়ানো হবে।

১০.৩০ : বাংলাদেশে বাঘের ছবি তোলা প্রথম মহিলার নাম তপতী মনসুর। তিনি বেসরকারি পর্যটন সংস্থা 'দি গাইড ট্যুরস লিঃ'-এর অন্যতম পরিচালক। তার কেবিনে বসে কথা হলো—

: সাহসের কাজটি কিভাবে করলেন?

: মাচার ওপর ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে আমি বসেছিলাম। নিচে মরা গরু রাখা ছিল। একটু অন্যমনষ্ক ছিলাম। হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি পা টিপে টিপে বাঘ আসছে। আমি উত্তেজনায় কাঁপছি। বাঘ মরা গরুটিকে টেনে ছিঁড়ছে। মাঝে

কটকা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

মাঝে দাঁত-মুখ-গোঁফ খিঁচিয়ে ফোস্ ফোস্ করে শব্দ করছে। আমি সাবধানে ক্যামেরার লেন্সটা সেদিকে তাক করলাম। ১০ মিনিট ভিডিও করার পর দেখি ক্যাসেট শেষ।

১১.০০ : কটকা রেঞ্জের অন্য পাশ দিয়ে বনে ঢুকতেই দেখা গেল প্রায় ২০ জনের একটি গ্রুপকে। এই গ্রুপে মেয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ৯ জন। ২ জন ছাড়া সবাই তরুণ-তরুণী। এই গ্রুপে আছেন সারাবিশ্ব ভ্রমণকারী হাতি মার্কা ফিগারের হ্যানস্ এন্ডারসন। একজন বয়স্ক মহিলাও আছেন। সবাই লাইন ধরে বনের ভেতরে হাঁটা শুরু করলেন। একটু হাঁটার পর পুরো লাইন থেমে গেল। সমস্যা হলো সামনে একটি খাল। খালটি পার হতে হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন এন্ডারসন। 'নো প্রবলেম' বলে পেছন থেকে মোটামুটি ঢাউস সাইজের একটি কাটা গাছ এনে ফেললেন খালের ওপর। ফলে খাল সমস্যার তাক লাগানো সমাধান। একে একে সবাই আনন্দের সঙ্গে খাল পার হচ্ছেন আর এন্ডারসনের এই সাংঘাতিক (!) ক্ষমতার প্রশংসা করছেন।

১.০০ : আমরা সি বিচের কাছাকাছি চলে এসেছি। মানুষের আনাগোনা দেখেই সম্ভবত দুই খাকি পোশাক পরিহিত বন্দুকধারী এদিকে আসছেন। কাছে এলে তাদের সঙ্গে কথা বললাম। তোফাজ্জল হোসেন কটকা পরিবেশের ফরেস্ট গার্ড। জাহেদুল ইসলাম ফরেস্ট লঞ্চের স্টাফ। টহল দেয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে দু'জনেই বললেন— বনরক্ষণ, হরিণ শিকার বন্ধ, বনদস্যুদের উৎপাত বন্ধ এবং যাবতীয় অবৈধ কাজ বন্ধ করা তাদের দায়িত্ব। জাহেদুল ইসলাম বললেন, 'এ জঙ্গলে কিন্তু মামার (বাঘের) চাপ বেশি। সাবধানে থাইকেন। এখানে নতুন যারা আসে তারা ভয় পায় না। আমরা কিন্তু খুবই ভয় পাই।'

২.০০ : সি বিচে বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ পানিতে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে, ছবি তুলছে। কমপ্লিট স্যুট পরিহিত একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জানালেন, তারা সবাই যশোরের নোয়াপাড়া থেকে এসেছেন। সবাই একই পরিবারের।

৩.০০ : আমাদেরই সহযাত্রী একজনকে ঘিরে সবাই হাসাহাসি করছে। তিনি একটি লাঠির মধ্যে বনজ গাছের কয়েক রকমের ফুল, ফল, পাতা, কিছু ঘাস সুতা দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। এটা নিয়েই তিনি বহু সময় ধরে হাঁটছেন। বৈমানিক এনাম তালুকদার তার নাম দিয়েছেন 'মঘা ইউনানী বোগদাদিয়া দাওয়াখানা'। নামটা সবার মনে ধরেছে। কয়েকজন তার কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, সর্বরোগের মহৌষধ বানাবেন নাকি? তিনি শুধু একটু হাসলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

৪.০০ : একটি পুকুরের পাড়ে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, 'বন্য প্রাণীর বিশুদ্ধ পানির পুকুর ও মাটির কেল্লা, কটকা অভয়ারণ্য কেন্দ্র।' মি. 'বোগদাদিয়া দাওয়া খানা' এই পুকুরে গোসল করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইনাম আল হক একটু রসিকতা করেই তার উদ্দেশে বললেন, 'এখানে বাঘ ছাড়া অন্য কারো গোসল করা নিষেধ।' এ কথায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে পানিতে নেমে পড়লেন। ঘোষণা দিলেন তিনি অনেক সময় এখানে গোসল করবেন। সবাই হাসাহাসি করে

'এখানকার প্রকৃতি খুব বেশি সুন্দর'- এন্ডারসন বেজায় খুশি

এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। তার সঙ্গী হিসেবে এখন শুধু এই প্রতিবেদক। গোসল করে কাপড় পরার পর তার সঙ্গে কথোপকথন—

: বন দেখতে এসে কেউই গোসল করেনি। আপনি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

: এক হলো পানিটা খুব ফ্রেস। দ্বিতীয়ত বাঘ গোসল করে এ পানিতে। শরীরে আলাদা শক্তি ও উদ্যম পাবো। আরেকটা হলো, বনে এসে কতিপয় স্মৃতিচিহ্ন রেখে যেতে আমি পছন্দ করি।

: লাঠির মধ্যে এসব বনজ ফুল, ফল, ঘাস, পাতা—

: প্রকৃতি অবারিত। পাঁচ বছর পর যখন এগুলোর দিকে তাকাবো, তখন চোখের সামনে পুরো সুন্দরবনটা চলে আসবে।

৫.০০ : একটি ছোট নৌকা করে কটকা অভয়ারণ্য থেকে লঞ্চে ফিরছি। নৌকার মাঝির নাম আবুল কাসেম। বয়স ৫৫। তার সঙ্গে কথা হলো—

: কত বছর ধরে এ এলাকায় আছেন?

: ১৫-২০ বছর হবে।

: বাঘ দেখেছেন কতবার?

: অনেকবার। একবার খুব কাছ থেকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। ১০-১২ ফুট লম্বা ছিল বাঘটা।

: সুন্দরবনের মধু কোথায় পাওয়া যাবে?

: এখন মধু পাইবেন না। ফাল্গুন মাসে এখানকার গাছে ফুল হয়। চৈত্র-বৈশাখে মৌচাক হয়। তখন মধু পাওয়া যাবে। গরানের ফুলের মধু সবচেয়ে ভালো।

১০.৩০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান, পরিবেশ আন্দোলনের নেতা, সুলেখক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ খাওয়ার পর তার কেবিনে ঢুকেছেন। কেবিনে বসে তার সঙ্গে কথা হলো—

: সুন্দরবনে কি এই প্রথম এলেন?

: হ্যাঁ, আমি সুন্দরবনে প্রথম এলাম।

: সুন্দরবন কেমন দেখলেন?

: অরণ্যের একটা রোমহর্ষ আছে, এর একটা প্রশান্তি আছে, এর একটা ভয় আছে। সবকিছু মিলিয়ে অরণ্যের একটা আলাদা জীবন আছে। সেটাকে বুঝতে হলে সময় দরকার। এতো মানুষ আমরা এসেছি, একসঙ্গে সেটিকে ২-৩ দিনের মধ্যে উপভোগ করতে পারবো না। সেটা সম্ভব না। এবং সে কারণে এটা হয়ওনি। যদি সত্যিকারের অরণ্যের জীবনকে বুঝতে হয়, অরণ্যকে বুঝতে হয়, তাহলে অন্যভাবে আসতে হবে।

: কিভাবে?

: অনেক ছোট দলে, অনেক সময় নিয়ে, অন্যভাবে আর কি।

: ব্যক্তিগত আগ্রহেই কি এসেছেন?

: যেহেতু আমি কখনো সুন্দরবনে আসিনি তাই ব্যক্তিগত আগ্রহ তো ছিলই। আমাদের দেশে আমি প্রায় সবই দেখেছি। সুন্দরবনে নানানভাবে, নানান সময়ে আসার কথা হয়েছে। আসি আসি করেছি, আসা হয়নি। তো এবার

সুন্দরবনের চিত্রল হরিণ

সূর্য মুকুট পরানো হচ্ছে

ভাবলাম যে আমাদের তো এখন দিন শেষ হয়ে আসছে, মৃত্যুর আগে অন্তত একবার দেখা উচিত। দেখলাম এবং খুব ভালো লাগলো।

০৩-০১-২০০২

৯.০০ : অভিযাত্রীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মানুষটির নাম রাজ্য। ৪-৫ জন একসঙ্গে জড়ো হয়ে তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে, এটা-সেটা জিজ্ঞেস করছে। ফুটফুটে দুরন্ত এই শিশুটির মা-বাবাকে সবচেয়ে গর্বিত মনে হচ্ছে। তারা অন্যদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন 'আমি রাজ্যের বাবা' অথবা 'আমি রাজ্যের মা'।

১১.০০ : এই ট্যুর যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হচ্ছে তিনি অ্যান্টার্কটিকায় প্রথম বাংলাদেশী ইনাম আল হক। এমনিতে তিনি জিকিউ গ্রুপের একটা অংশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তবে তিনি নিজেকে একজন পাখি পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করেন। তিনি এখন লঞ্চের ছাদে বসে আছেন। তার সঙ্গে কথা হলো—

: অভিযাত্রীদের অনেকেই আফসোস করছেন যে বাঘ দেখতে পারেননি।

: আমরা অনেক লোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, যারা সুন্দরবনে প্রথম এলেন। আমি মনে করি একজন মানুষের সুন্দরবনে আসা উচিত এই অসাধারণ বনটাকে দেখার জন্য। এটার কি মূল্য, পরিবেশের কি অবদান, পৃথিবীর মানুষের জন্য দুর্লভ সম্পদ বলে সারা পৃথিবী একে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন, সেটা বোঝার জন্য। এখানে যে ৩৫০ প্রজাতির লতাগুল্ম, যারা নোনা বনের মধ্যেই বাঁচতে পারে, প্রায় ২৭৫ প্রজাতির পাখি, বহু রকমের মাছ, সরীসৃপ, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে এটা উপলব্ধি করা। এজন্যই আমরা বলেছি জীববৈচিত্র্য সমাবেশ। ভালো বনে বাঘ কিন্তু সহজে দেখা যায় না। এটা সহজে দেখার প্রাণী নয়। আমরা যারা বহুবার এখানে এসেছি, তারাও বাঘ দেখিনি। দেখতে চাইও না। বাঘ দেখতে তো সুন্দরবনে আসার কথা নয়। বাঘকে চোখে দেখার জন্য সুন্দরবনে আসা আমি মনে করি একটা ছেলেমানুষি শখ। এ শখ মিটবে এ রকম আশা আমি করি না।

: অনেকে আফসোস করছেন যে বনের ভেতরে ঢুকতে পারেননি। তারা বলেছেন গাইড থাকলে সুবিধা হতো—

: সুন্দরবনের ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সত্যিকারের যে আদিবন কিংবা গহিন বন— সেগুলো কিন্তু ঐ রকমেরই। এটা বাগান নয়। বাগান এবং বনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। মানুষ যদি এই পার্থক্যটা বুঝে থাকে তাহলেই আমি খুশি। সুন্দরবন মানুষকে স্বাগতম জানায় না। সুন্দরবনের বহু জায়গায় আপনি কেটে ছাড়া ঢুকতে পারবেন না। সুতরাং গাইডেরও কিছু করার নেই কিন্তু। সুন্দরবনকে আমরা পাশ থেকে নৌকায় করে দেখতে পারি। বনের বাইরে থেকে আমরা যেটুকু দেখতে পাই, ভেতরে ঢুকে ততটুকু দেখার কিছু নেই। আসল বিষয় হলো বনটা সম্পর্কে জানা। এজন্য বন সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হবে এবং বারবার আসতে হবে।

০৪-০১-২০০২

সকাল ১০টা : আমরা ঢাকার কাছাকাছি চলে এসেছি। সবাই তাদের মালপত্র গোছগাছ করছেন। অনেকেই নাম, ঠিকানা, ভিজিটিং কার্ড আদান-প্রদান করছেন। ফোন নম্বর দিচ্ছেন, অন্যের ফোন নম্বর নিচ্ছেন। পরিচয়ের গন্ডি বেড়েছে, অপরিচিত থেকে বন্ধু হয়েছে— এ জন্যেই সবাই একে অপরকে তাগাদা দিচ্ছেন পরবর্তীতে যোগাযোগ মেনটেইন করার জন্য। বন্ধুত্বকে ধরে রাখার আকুল প্রচেষ্টা সবার মধ্যে। কেউ কেউ সর্বশেষ যৌথ ফটোসেশন সেরে নিচ্ছেন।